এনসিপির খুলনা বিভাগীয় সাংগঠনিক সম্পাদক হলেন ঝিনাইদহের শাহরিন ইরা

জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) পুনর্গঠিত কেন্দ্রীয় কমিটিতে খুলনা বিভাগীয় সাংগঠনিক সম্পাদক হিসেবে দায়িত্ব পেয়েছেন ঝিনাইদহের উদীয়মান নেত্রী শাহরিন সুলতানা ইরা। গত ২৩ অক্টোবর ২০২৬ দলটির ১৯৫ সদস্যবিশিষ্ট নতুন কেন্দ্রীয় কমিটি ঘোষণা করা হয়। একই বিভাগে সহ-সাংগঠনিক সম্পাদক হিসেবে দায়িত্ব পেয়েছেন মোল্যা রহমতুল্লাহ।

নতুন কমিটিতে আহ্বায়ক পদে মো. নাহিদ ইসলাম এবং সদস্যসচিব পদে আখতার হোসেন বহাল রয়েছেন। দলটির কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের পাশাপাশি বিভাগীয় পর্যায়ে ও সাংগঠনিক দায়িত্ব পুনর্বিন্যাস করা হয়েছে।

শাহরিন সুলতানা ইরা ঝিনাইদহ শহরের অগ্নিবীণা সড়কের ব্যাপারীপাড়ার বাসিন্দা। তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগ থেকে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর ডিগ্রি সম্পন্ন করেছেন। বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নকালে তিনি ছাত্ররাজনীতিতে সক্রিয়ভাবে যুক্ত হন। ২০১৯ সালের ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (ডাকসু) নির্বাচনে বাংলাদেশ-কুয়েত মৈত্রী হল সংসদের সাহিত্য সম্পাদক পদে নির্বাচিত হয়ে দায়িত্ব পালন করেন।

ছাত্র রাজনীতির অভিজ্ঞতা কাজে লাগিয়ে পরবর্তী সময়ে তিনি জাতীয় রাজনীতিতে যুক্ত হন। ইউনাইটেড পিপলস বাংলাদেশ (আপ বাংলাদেশ)-এর মুখপাত্র হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন শাহরিন ইরা। পরে জাতীয় নাগরিক পার্টিতে (এনসিপি) যোগ দেন। দলটির আগের কেন্দ্রীয় কমিটিতে তিনি যুগ্ম সদস্যসচিব হিসেবে দায়িত্ব পালন করছিলেন। এবার তাঁকে খুলনা বিভাগের সাংগঠনিক সম্পাদক হিসেবে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে।

নতুন এই দায়িত্বের মাধ্যমে খুলনা বিভাগের বিভিন্ন জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে দলীয় কার্যক্রম সমন্বয়, সাংগঠনিক কাঠামো শক্তিশালী করা এবং তৃণমূল পর্যায়ে দলের কার্যক্রম সম্প্রসারণে ভূমিকা রাখার সুযোগ তৈরি হয়েছে। তরুণ নেতৃত্বের বিকাশ এবং দলীয কার্যক্রমকে আরও গতিশীল করার ক্ষেত্রেও তাঁর ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ হতে পারে।

শাহরিন ইরার নতুন দায়িতপ্রাপ্তিতে আন্তরিক অভিনন্দন ও শুভকামনা জানিয়েছেন জাতীয় নাগরিক পার্টির ঝিনাইদহ জেলা শাখার যুগ্ম সদস্য সচিব (দপ্তর) মোঃ হামিদ পারভেজ মিয়া।

তিনি বলেন, “শাহরিন ইরার এই নতুন দায়িত্বপ্রাপ্তি আনন্দের বিষয়। আমি তাঁকে আন্তরিক অভিনন্দন ও শুভকামনা জানাই। আশা করি, তাঁর অভিজ্ঞতা, মেধা ও সাংগঠনিক দক্ষতার মাধ্যমে খুলনা বিভাগে এনসিপির সাংগঠনিক কার্যক্রম আরও গতিশীল হবে। তরুণ নেতৃত্বের বিকাশ, গণমানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠা এবং ইতিবাচক রাজনৈতিক সংস্কৃতি গড়ে তুলতে তিনি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবেন বলে প্রত্যাশা করি।”

হামিদ পারভেজ মিয়া আরও আশা প্রকাশ করেন, শাহরিন ইরার নেতৃত্বে খুলনা বিভাগের বিভিন্ন জেলা ও উপজেলা পর্যাযয়ে দলীয় কার্যক্রম আরও সুসংগঠিত হবে এবং তৃণমূল পর্যায়ে তরুণদের অংশগ্রহণ বাড়বে।

শাহরিন ইরার এই নিয়োগকে ঘিরে ঝিনাইদহের রাজনৈতিক অঙ্গনে আগ্রহ তৈরি হয়েছে। জেলার একজন রাজনৈতিক কর্মীর কেন্দ্রীয় পর্যায়ে বিভাগীয় সাংগঠনিক দায়িত্ব পাওয়াকে ইতিবাচকভাবে দেখছেন সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা। নতুন দায়িত্ব পালনের মধ্য দিয়ে শাহরিন ইরা খুলনা বিভাগে এনসিপির সাংগঠনিক ভিত্তি আরও শক্তিশালী করতে ভূমিকা রাখবেন এমন প্রত্যাশা করা হচ্ছে।

নতুন দায়িত্ব নিয়ে শাহরিন সুলতানা ইরা বলেন, খুলনা বিভাগীয় সাংগঠনিক সম্পাদক হিসেবে দায়িত্ব পেয়ে আমি দলের নেতৃত্বের প্রতি কৃতজ্ঞ। সততা ও নিষ্ঠার সঙ্গে দায়িত্ব পালনের পাশাপাশি তৃণমূল পর্যায়ে দলকে আরও সুসংগঠিত করতে কাজ করতে চাই। এ জন্য সবার সহযোগিতা কামনা করছি।

খুলনার সাথে ৯ ঘন্টা পর উত্তরবঙ্গের রেল যোগাযোগ

স্বাভাবিক

ঝিনাইদহের কোটচাঁদপুর উপজেলার সাফদারপুর রেল স্টেশন এলাকায় একটি তেলবাহী ট্রেনের বগি লাইনচ্যুত হওয়ায় খুলনার সাথে উত্তরবঙ্গের রেল যোগাযোগ বন্ধ হয়ে যায় ।

রবিবার (৭জুন) সকালে এ দূর্ঘটনা ঘটে। দূর্ঘটনার প্রায় ৯ ঘন্টা পর খুলনার সাথে উত্তরবঙ্গের রেল যোগাযোগ স্বাভাবিক হয়।

জানা যায়, খুলনা থেকে মেকানিক এসে লাইনচ্যুত হওয়া ট্রেন মেরামতের কাজ শুরু করেন। কাজ করতে দীর্ঘ সময় লাগলেও এখন খুলনার সাথে উত্তর অঞ্চলের রেল যোগাযোগ স্বাভাবিক। অর্থাৎ সকাল ৬ থেকে বেলা ৩ টা পর্যন্ত মেরামতের কাজ চলে ।

স্টেশন মাস্টার নয়ন হোসেন জানান, খুলনা থেকে ছেড়ে আসা পার্বতীপুরগামী তেলবাহী মালগাড়ী ট্রেনটি কোটচাদপুরের সাফদারপুর স্টেশনের কাছে পৌঁছালে সকাল ৬ টার দিকে পেছনের ৩ টি ট্যাংকারের ৯ টি চাকা লাইনচ্যুত হয়। এতে বন্ধ হয়ে যায় খুলনার সাথে রাজশাহীসহ উত্তরবঙ্গের ট্রেন চলাচল । খুলনা থেকে উদ্ধারকারী ট্রেন ও পাকশি থেকে উদ্ধারকারী দুটি ট্রেন যৌথভাবে উদ্ধার কার্যক্রম পরিচালনা করে।

উল্লেখ, গত ২১ মে একই এলাকায় আরও একটি মালবাহী ট্রেনের লাইনচ্যুতি ঘটে, বিষয়টি নিয়ে রেল কর্তৃপক্ষের তদন্ত দাবি করেণ এলাকাবাসী।

বিসিবির সভাপতির সাথে খুলনা বিভাগীয় প্রতিনিধিদের সাক্ষাৎ

বিসিবির (বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড) সভাপতি তামিম ইকবালের সাথে সাক্ষাৎ করেছেন খুলনা বিভাগীয় প্রতিনিধিরা।

বৃহস্পতিবার রাজধানীর বিসিবি কার্যালয়ে তারা এ সাক্ষাৎ করেন।

বিসিবির সভাপতি তামিম ইকবাল তাদের শুভেচ্ছা জানান এবং জেলার ক্রিকেটের মান উন্নয়নের প্রতি বিভিন্ন পরামর্শ প্রদান করেন।

বিসিবির মেহেরপুর জেলা প্রতিনিধি হাসিবুজ্জামান স্বপনসহ খুলনা বিভাগের জেলা প্রতিনিধিরা এসময় উপস্থিত ছিলেন।

খুলনায় চিকিৎসক হয়রানির প্রতিবাদে ঝিনাইদহে বিক্ষোভ সমাবেশ

খুলনার বিএনএসবি চক্ষু হাসপাতালের চিকিৎসক রফিকুল ইসলাম বাবলুকে হয়রানির প্রতিবাদে ঝিনাইদহে চিকিৎসকদের বিক্ষোভ সমাবেশ হয়েছে।

শনিবার (১৮ এপ্রিল) সকালে ঝিনাইদহ সদর হাসপাতালের সামনে এ কর্মসূচীর আয়োজন করে ডক্টরস্ এসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ (ড্যাব)।

এতে ব্যানার ফেস্টুন নিয়ে ড্যাবের নেতৃবৃন্দ ছাড়াও সদর হাসপাতালে কর্মরত চিকিৎসকসহ অন্যান্যরা অংশ নেয়।

ঘন্টাব্যাপী চলা এই কর্মসূচীতে ড্যাবের সদস্য ডা: আব্দুল খালেক, ডা: আনোয়ারুল ইসলাম, ডা: জাকির হোসেন, ডা: শাহিন ঢালী, ডা: আরাফাত রহমান, ডা: হামিদুর রহমান বেলাল, ডা: তন্দ্রা, ডা: তারিন শুভসহ অন্যান্যরা বক্তব্য রাখেন।

কর্মসূচী থেকে বক্তারা, চিকিৎসক রফিকুল ইসলাম বাবলু হয়রানির ঘটনার সুষ্ঠু তদন্ত করে দোষীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের দাবী জানান।

গত ১৩ এপ্রিল খুলনার বিএনএসবি চক্ষু হাসপাতালে খুলনা-৫ আসনের সংসদ সদস্য আলী আজগর লবী’র উপস্থিতিতে স্থানীয় কিছু নেতা ডাক্তার বাবলুকে অশালীন ভাষায় গালিগালাজ করে। একই সাথে হাসপাতালের ট্রাস্ট্রি বোর্ডের চেয়ারম্যান থেকে পদত্যাগ করতে চাপ প্রয়োগ করে বলে অভিযোগ করা হয়।

[redacted]

[redacted]

আদালতে হাজির করা হয়। পরে আদালতের আদেশে তাকে কারাগারে পাঠানো হয়।

জানা গেছে, মেহেরপুর সদর থানায় দায়ের করা বিভিন্ন এফআইআরে তার বিরুদ্ধে দণ্ডবিধির ১৪৩, ১৪৭, ৪২৭, ৩৪১, ৩২৩, ৩২৪, ৩২৫, ৩২৬, ৩০৭ ও ৫০৬ ধারাসহ একাধিক ধারায় মামলা রয়েছে।

এ বিষয়ে মেহেরপুর জেলা কারাগারের জেল সুপার আমান উল্লাহ বলেন, ‘শুক্রবার রাতে কয়েদি গোলাম মোস্তফা কারাগারে অসুস্থ হয়ে পড়লে তাকে চিকিৎসা দেওয়া হয়। তবে অবস্থার অবনতি হলে শনিবার সকাল সাতটার দিকে তাকে খুলনা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের প্রিজন সেলে স্থানান্তর করা হয়। সেখানে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তিনি মারা গেছেন বলে শুনেছি। তবে এ বিষয়ে এখনো আনুষ্ঠানিক কোনো চিঠি হাতে পাইনি।’

কয়েদির মৃত্যুর ঘটনায় প্রয়োজনীয় আইনগত প্রক্রিয়া অনুসরণ করা হবে বলে জানিয়েছে মেহেরপুর জেলা কারাগার কর্তৃপক্ষ।

চুয়াডাঙ্গা সীমান্তে বিজিবির সর্বোচ্চ সতর্কতা জারি

খুলনায় জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) কেন্দ্রীয় সমন্বয়ক ও শ্রমিক উইংয়ের খুলনা বিভাগীয় আহ্বায়ক মোতালেব সিকদারকে লক্ষ্য করে দুর্বৃত্তদের গুলিবর্ষণের ঘটনার পর চুয়াডাঙ্গার বিভিন্ন সীমান্তে সর্বোচ্চ সতর্কতা জারি করেছে বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ (বিজিবি)।

অপরাধীরা যাতে সীমান্ত পেরিয়ে পার্শ্ববর্তী দেশে পালিয়ে যেতে না পারে, সে লক্ষ্যে চুয়াডাঙ্গা-৬ বিজিবি জেলার বিভিন্ন সীমান্ত এলাকায় অতিরিক্ত টহল, নজরদারি বৃদ্ধি এবং কৌশলগত স্থানে বিশেষ চেকপোস্ট বসিয়ে তল্লাশি কার্যক্রম শুরু করেছে।

গতকাল সোমবার (২২ ডিসেম্বর) সকাল আনুমানিক ১১টার দিকে খুলনা

মহানগরীর সোনাডাঙ্গা আবাসিক এলাকায় এ গুলির ঘটনা ঘটে। এ সময় দুর্বৃত্তরা মোতালেব সিকদারকে লক্ষ্য করে গুলি চালালে তিনি গুরুতর আহত হন। তিনি এনসিপির কেন্দ্রীয় সমন্বয়ক এবং দলটির খুলনা বিভাগীয় শ্রমিক উইংয়ের আহ্বায়ক হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন।

ঘটনার পরপরই চুয়াডাঙ্গা-৬ বিজিবির অধিনায়ক জেলার দায়িত্বপূর্ণ সীমান্ত এলাকায় নজরদারি ও পাহারা জোরদারের নির্দেশ দেন। সোমবার দুপুরে এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে বিজিবির পক্ষ থেকে জানানো হয়, অপরাধীদের দেশত্যাগ ঠেকাতে সীমান্ত এলাকায় নিশ্ছিদ্র নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিশ্চিত করা হয়েছে। এর অংশ হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্টগুলোতে বিশেষ চেকপোস্ট স্থাপন এবং নিয়মিত টহলের পাশাপাশি টহল কার্যক্রম দ্বিগুণ করা হয়েছে।

এছাড়া সীমান্ত দিয়ে চলাচলকারী সন্দেহভাজন ব্যক্তিদের তল্লাশি করে দুষ্কৃতকারীদের আটক করতে অভিযান অব্যাহত রয়েছে বলেও জানানো হয়।

এ বিষয়ে চুয়াডাঙ্গা ব্যাটালিয়ন (৬ বিজিবি) এর অধিনায়ক লেফটেন্যান্ট কর্নেল মোঃ নাজমুল হাসান বলেন,

“এই জঘন্য অপরাধের সঙ্গে জড়িতরা যাতে কোনোভাবেই সীমান্ত অতিক্রম করতে না পারে, সেজন্য দক্ষিণ-পশ্চিম রিজিয়ন যশোর বিজিবির নির্দেশনায় সব ধরনের কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে।”

এনসিপির খুলনা বিভাগীয় প্রধানের মাথায় গুলি

ইনকিলাব মঞ্চের মুখপাত্র শরিফ ওসমান বিন হাদির পর এবার এনসিপির খুলনা বিভাগীয় প্রধান এবং এনসিপি শ্রমিক শক্তির কেন্দ্রীয় সংগঠক মোতালেব শিকদারের মাথায় গুলি করা হয়েছে।

আজ সোমবার (২২ ডিসেম্বর) সামাজিক মাধ্যমে দেওয়া এক পোস্টে এ তথ্য জানিয়েছেন এনসিপির যুগ্ম মুখ্য সংগঠক ডা. মাহমুদা মিতু।

পোস্টে মাহমুদা মিতু বলেন, ‘এনসিপির খুলনা বিভাগীয় প্রধান এবং

এনসিপি শ্রমিক শক্তির কেন্দ্রীয় সংগঠক মোতালেব শিকদারকে একটু আগে গুলি করা হয়েছে। আশঙ্কাজনক অবস্থায় খুলনা মেডিকেলে নেওয়া হয়েছে।

সোনাডাঙ্গা থানার ওসি মোশাররফ হোসেন ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করেছেন। তিনি বলেন, কারা হামলার করেছে সে বিষয়ে এখনো কোনো তথ্য পাওয়া যায়নি। তবে আমরা বিস্তারিত জানার চেষ্টা করছি।

খুলনাতে এপেক্স ক্লাব জেলা-৬ এর কনভেনশন অনুষ্ঠিত

এপেক্স বাংলাদেশের খুলনাতে এপেক্স ক্লাব জেলা-৬ এর কনভেনশন অনুষ্ঠিত হয়েছে।

গতকাল শুক্রবার বিকালে হোটেল ডিএস প্যালেস কনফারেন্স রুমে খুলনা এপেক্স ক্লাবের সাবেক প্রেসিডেন্ট এ্যাড. জিএম আবু মুসার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, এপেক্স বাংলাদেশের জাতীয় সভাপতি এপেক্সিয়ান এম সায়েম টিপু। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, ন্যাশনাল ভাইস প্রেসিডেন্ট এপেক্সিয়ান আবু নাঈম মোঃ মাকসুদুর রহমান, ন্যাশনাল একশন ডাইরেক্টর এপেক্সিয়ান রফিকুল ইসলাম ও ন্যাশনাল এক্সটেনশন ডাইরেক্টর এপেক্সিয়ান শাহনাজ পারভীন সেতু।

অনুষ্ঠানে শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন, জেলা-৬ এর গভর্নর এ্যাডঃ শেখ আমীর হামজা। জাতীয় সংগীতের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের শুভ সুচনা হয়। এরপর এপেক্স সংগীত ও অন্যান্য আনুষ্ঠানিকতা সম্পন্ন হয়। প্রথম পর্বে আলোচনা সভা ও জেলা-৬ এর অধীনে ক্লাবগুলোর বার্ষিক রিপোর্ট ও ডিজি ৬ এর বার্ষিক রিপোর্ট উপস্থাপন করা হয় ও রিপোর্টের উপর বিস্তারিত আলোচনা করা হয়।

দ্বিতীয় পর্বে জেলা ০৬ এর আগামী ২০২৬ সালের জন্য নুজন জেলা গভর্নর নির্বাচন করা হয়। নির্বাচনে আগামী বছরের জন্য এপেক্স ক্লাব অব মেহেরপুরের প্রেসিডেন্ট রফিকুল আলম বকুল কে জেলা-৬ এর

নতুন গভর্নর নির্বাচিত করা হয়।৷ ন্যাশনাল বোর্ড, সকল ক্লাব প্রেসিডেন্ট সেক্রেটারি ও সদস্যদের সম্মতিতে প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী না থাকায় মেহেরপুরের জেলার মুক্তিযোদ্ধা আহাম্মদ আলী টেকনিক্যাল এন্ড বিএম কলেজের সহকারী অধ্যাপক রফিকুল আলম বকুল কে সর্বসম্মতিক্রমে জেলা-৬ এর নুতন গর্ভনর নির্বাচিত করা হয়।

অনুষ্ঠানে ২০২৫ সালের জন্য এপেক্স ক্লাব অব মেহেরপুর বেস্ট ক্লাব ও বেস্ট প্রেসিডেন্ট হিসেবে মেহেরপুর ক্লাবের প্রেসিডেন্ট রফিকুল আলম বকুল কে নির্বাচিত করে ক্রেস্ট ও সম্মাননা প্রদান করা হয়।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে এপেক্স বাংলাদেশের জাতীয় সভাপতি এপেক্সিয়ান এম সায়েম টিপু এপেক্সিয়ানদের উদ্দেশ্যে বলেন, স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন হিসেবে এপেক্স ক্লাবকে আরও বেগবান ও কার্যকর করার উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। তিনি সকলের সহযোগিতা কামনা করেন। আগামী জেলা ৬ কে গতিশীল ও কার্যকর করতে নুতন গভর্নরের প্রতি আহ্বান জানান।

আজ বিএনপির মনোনয়ন চুড়ান্ত পূর্ব খুলনা বিভাগের শেষ মিটিং

ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন যতই এগিয়ে আসছে রাজনৈতিক দলগুলোর পাশাপাশি সাধারণ মানুষের মধ্যেও আলোচনা, তর্ক বিতর্ক বেড়ে চলেছে। এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে সোশ্যাল মিডিয়া প্লাটফর্ম। আজ এক নেতার অনুসারী ‘আলহামদুল্লিাহ’ স্ট্যাটাস দিচ্ছেন তো কাল আরেক নেতা পাল্টা ‘আলহামদুলিল্লাহ’ লিখে মাঠ সরগরম করে রাখছেন। কেউ লিখছেন, ‘দেখা হবে বিজয়ে’ তো কেউ লিখছেন ‘পথ দেখাবে যোগ্য নেতা’। এ ধরণের নানান উপমা, বিশেষণে সোশ্যাল মিডিয়া প্লাটফর্ম ফেসবুক সরগরম হয়ে থাকছে। এর মধ্যে বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের ফোন কলে আরও সরগরম হয়ে উঠেছে নির্বাচনী মাঠ। সবমিলিয়ে কে হবেন বিএনপির কাণ্ডারি তা হয়তো সপ্তাহখানেকের মধ্যে দলটি নিশ্চিত করবেন।

খুলনায় সড়ক দুর্ঘটনায় নিহতের সংখ্যা বেড়ে ৪

খুলনার ডুমুরিয়া উপজেলার জিলেরডাঙ্গা এলাকায় যাত্রীবাহী ইজিবাইকের সঙ্গে একটি পিকআপ ভ্যানের মুখোমুখি সংঘর্ষে নিহতের সংখ্যা বেড়ে চারজনে দাঁড়ালো। সোমবার (২৫ আগস্ট) সকাল সাড়ে ৯টার দিকে এ দুর্ঘটনা ঘটে।

প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, সাতজন যাত্রী নিয়ে ডুমুরিয়া বাজার থেকে খুলনা নগরীর গল্লামারীর উদ্দেশে যাত্রা করছিল একটি ইজিবাইক। খুলনা-সাতক্ষীরা মহাসড়কের জিলেরডাঙ্গা এলাকায় পৌঁছলে বিপরীত দিক থেকে আসা দ্রুতগামী একটি পিকআপ ভ্যানের সঙ্গে ইজিবাইকটির সংঘর্ষ হয়।

সংঘর্ষে ইজিবাইকটি দুমড়ে-মুচড়ে যায়। ঘটনাস্থলেই ইজিবাইকের চালক মুজাহিদুল মোড়ল (২৫) ও যাত্রী রিনা খাতুন (৪৭) নিহত হন। পরে খুলনা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে নেওয়ার পর রুস্তম আলী খান (৬৪) এবং অজ্ঞাত (৪০) মৃত্যু হয়। গুরুতর আহত একজনকেকে ডুমুরিয়া উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি করা হয়েছে।

দুর্ঘটনার পর কিছু সময়ের জন্য খুলনা-সাতক্ষীরা মহাসড়কে যান চলাচল বন্ধ হয়ে যায়। পরে পুলিশ ও ফায়ার সার্ভিস ঘটনাস্থলে গিয়ে উদ্ধার কাজ চালায় এবং মহাসড়কে স্বাভাবিক যান চলাচল নিশ্চিত করে। দুর্ঘটনাকবলিত ইজিবাইকটি উদ্ধার করেছে ফায়ার সার্ভিস।

এদিকে সংঘর্ষের পরপরই পিকআপ ভ্যানের চালক ও সহকারী পালিয়ে যান। পুলিশ তাদের আটকের চেষ্টা করছে।

ডুমুরিয়া থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. মাসুদ রানা জানান, ঘটনাস্থলেই দু’জন নিহত হয়েছেন। এছাড়া আরো দুইজনের মৃত্যুর খবর শুনেছি। ঘটনাস্থলে পুলিশ কাজ করছে।

সূত্র: কালের কণ্ঠ